মনীষী চরিত

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)

*-মুহাম্মাদ হারূণ**

প্রারম্ভিকাঃ হিজরী ৬ষ্ঠ শতক ছিল উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য এক কঠিন দুঃসময়। মুসলিম সমাজে একদিকে বিজাতীয় রস্‌ম-রেওয়াজের ব্যাপক প্রচলন, অপরদিকে বহিঃশত্রুদের এলোপাতাড়ি হামলা জাতিকে কোনঠাসা করে ফেলেছিল। ফলে মুসলিম ঐতিহ্য এক প্রকার হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। বলা যায়, বৈশাখের ঘূর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টি যেমন ফল-ফলাদি ও বৃক্ষলতা বিনষ্ট করে দেয়, ঠিক তেমনি মানব সৃষ্ট বহু জাতি ও ধর্মের মিশ্র হামলায় ইসলামের মৌল আক্বীদা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ার উপক্রম হ'য়ে ছিল।

পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছিল যে, ব্যাখ্যাগত মতভেদের কারণে প্রকৃত সত্য উদঘাটন অনেকটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। তাওহীদের স্থানে জেকে বসেছিল শিরক। নবাবিষ্কৃত রস্‌ম-রেওয়াজের মিছে সাজ-সজ্জায় জনসম্মুখে 'সুন্নাত' হয়ে পড়েছিল অপরিচিত। এই সুবাদে বাতিল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে উদ্যত হ'য়েছিল। সেই দুর্দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষণজন্মা এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। দ্বীনে হক্ব-এর উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে ধারালো তরবারি সদৃশ কথা ও কলমের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভয় ও শংকাহীন ভাবে। জেল-যুলুম ও যাবতীয় নির্যাতন উপেক্ষা করে সম্মুখ পানে এগিয়ে চললেন কলুষমুক্ত আদর্শ সমাজ গড়ার দৃপ্ত প্রেরণায়। অবিস্মরণীয় হয়ে থাকলেন সকল জ্ঞান-পিপাসুর হৃদয় কন্দরে আলোর মশাল হয়ে। তিনি হ'লেন মুসলিম বিশ্ব কর্তৃক শ্রদ্ধানন্দিত শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)।

তাঁর জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া মানে অতল সাগর তরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়া। কেননা এযাবৎ বিশ্বের যত জীবনীকার তাঁর জীবন স্মৃতি চারণে রৌশনী ঢেলেছেন, শেষ প্রান্তে এসে এক পর্যায়ে অকস্মাৎ বলেই ফেলেছেন, 'তিনি হ'লেন বিদ্যার এমন এক সমুদ্র, যার কোন তাল নেই'। আমরা বলব, 'যা-লিকা ফাযলুল্লা-হি ইউতীহি মা-ইঁয়াশা-উ'

ইহা আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে থাকেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) ৬৬১ হিঃ ১০ই রবীউল আউয়াল সোমবার তুর্কিস্তানের হাররান শহরের সম্ভ্রান্ত এক প্রসিদ্ধ বিদ্বান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নাম আহমাদ, পিতার নাম আবদুল হালীম উপনাম আবুল আব্বাস, শায়খুল ইসলাম উপাধি এবং 'তাইমিয়াহ' তাঁর প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষের নাম। অতএব তাঁর বংশক্রম বিন্যাস দাঁড়ায়, আবুল আব্বাস শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবনে আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়াহ আল-হাররানী (রহঃ)।

উল্লেখ্য যে, তাঁকে তাক্বীউদ্দীনও বলা হয়ে থাকে। তবে তিনি 'ইবনে তাইমিয়াহ' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের প্রথানুযায়ী অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিদেরকে তাঁদের পূর্বপুরুষের নামেই পরিচিত হ'তে দেখা যায়। ইবনে তাইমিয়াও এই নিয়মের ধারাবাহিকতায় অত্র নামেই সর্বসাধারণ্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। সাধারণ মহলে তাঁর প্রকৃত নাম অনেকটা আড়াল মনে হয়। অথচ ইবনে তাইমিয়াহ নামটি সর্বজন বিদিত, পরিচিত ও সাদর নন্দিত।

তাঁর বংশের ঐতিহ্য অতুলনীয়। আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, আদর্শ-নৈতিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তৎকালে এই ঐতিহ্যবাহী বংশের কোন জুড়ি ছিল না। প্রত্যেক পিতৃপুরুষই এক একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

বিশেষতঃ তাঁর পিতামহ আব্দুস সালাম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল ক্বাসেম আল-খিয্‌র ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে তাইমিয়াহ আল-হাররানী (রহঃ) তৎকালে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ, মুফাস্‌সির, ফক্বীহ, উছূলী ও নাহু শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি প্রখর মেধা শক্তির অধিকারী ছিলেন। বাল্যকালেই পবিত্র কুরআন মজীদ হিফয করেন। অতঃপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও সমভাবে বিচরণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্বান মহলের রাজমুকুট 'আল্লামা মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত' উপাধিতে ভূষিত হন।

তাঁর বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন পণ্ডিতমহল ১৬ বৎসর বয়সেই তাঁকে 'জান্নাতুন নাযিরীন' খেতাব প্রদান করেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'আমার দাদা পবিত্র হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে যখন মক্কায় হাযির হন, তখন তাঁর প্রশংসায় ইবনুল জাওযী বলেন যে, 'বাগদানে এই ব্যক্তির ন্যায় কোন (জ্ঞানী) ব্যক্তি আমাদের মাঝে নেই'।

ইমাম যাহাবী বলেন, শায়খ মাজদুদ্দীন কালের নযীরবিহীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ফিকহ ও উছূল শাস্ত্রের মুকুট ছিলেন। কুরআন ও তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ ছিল। তিনি ছিলেন মাযহাব ও মতাদর্শ জ্ঞানে যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব।' আসলে এই বংশের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশংসা ও কৃতিত্ব মূল্যায়ণে স্বতন্ত্র ভলিউমের প্রয়োজন।

শিক্ষা জীবনঃ

আদর্শ শিক্ষার পিছনে ঐতিহ্যগত বংশের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা পরিবেশ-পরিস্থিতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের এক অনন্য মাধ্যম। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) অনুরূপ এক অনুকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরই তিনি দেখতে পান চতুর্দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিশেষ জ্যোতি। ইহা তাঁর হৃদয়বাগে বিশেষ বিকিরণ সৃষ্টি করে এবং তিনি সেই দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।

তখন তুরস্কে ছিল তাতারদের ঔদ্ধত্য ও রমরমা অবস্থা। তাদের পৈশাচিক শাসন ও নিষ্পেষণে নিরীহ জনসাধারণ সদা শংকিত থাকত। বিশেষতঃ ঈমান ও আমল নিয়ে বেঁচে থাকা বড়ই দায় ছিল। ফলে ঈমান বাঁচাবার তাগিদে অনেকেই পার্শ্ববর্তী কোন নিরাপদ জনপদে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'তেন। সেকারণে পিতা আব্দুল হালীম শিশুপুত্র আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ ও ঔরসজাত কন্যা সহ দামেস্কের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান।

*. ত্বায়েফ ইসলামিক এডুকেশন ফাউণ্ডেশন, সঊদী আরব। সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

তাতারদের ভয়ে তাঁরা রাত্রিতেই রওয়ানা হন। পার্থিব সম্বলহীন এই হিজরতকারী কাফেলা দ্রুত পথ অতিক্রম করে চললেন। তাঁদের সাথে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন মালামাল ছিল না। তবে বিদ্যার রত্নসম্ভার গ্রন্থরাজি সাথে ছিল। এই সব অমূল্য রত্ন শত্রু কর্তৃক পুড়িয়ে ফেলার সমূহ আশংকা ছিল। কথায় বলে, 'যেখানেই বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়'। তাঁদের গতি রুদ্ধ হয়ে আসল। তাঁরা আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন হ'লেন। আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। অবশেষে আল্লাহ্‌র খাছ রহমতে নিষ্কৃতি মিলল। গ্রন্থসম্ভার সহ ছহীহ সালামতে গন্তব্যস্থান দামেস্কে গিয়ে পৌঁছলেন। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

শিশু ইবনে তাইমিয়াহ দামেস্কে পৌঁছা মাত্রই শিক্ষা-দীক্ষায় গভীর মনোনিবেশ করেন। প্রথমতঃ তিনি পবিত্র কুরআন হিফ্‌য করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। যেমন ইচ্ছা তেমন কাজ। আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় অল্প দিনের মধ্যেই তিনি হাফেযে কুরআন খেতাবে ভূষিত হন।

কুরআন হিফ্‌য করার পর তিনি বিদ্যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করতে শুরু করেন। তৎকালীন দু'শতাধিক বিদগ্ধ পণ্ডিতের কাছে তিনি ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। দশোর্ধ বয়সেই তিনি বিদ্বান মহলকে চমকিয়ে দেন এবং দেশ বরেণ্য পণ্ডিতদের অন্যতম হিসাবে জ্ঞানী মহলে সমাদৃত হন। তিনি মুসনাদে আহমাদ ও প্রসিদ্ধ হাদীছের ছয়টি গ্রন্থ এই অল্প বয়সেই কতবার শুনেছেন এবং শায়খদেরকে শুনিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

ব্যতিক্রমী মেধার বিকাশঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ছিলেন ব্যতিক্রমী মেধা ও ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য সর্বমহলে উচ্চ প্রশংসিত হ'তে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে জ্ঞানী মহল তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'তে থাকেন। বিশেষতঃ বিদ্যা-বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, দূরদর্শিতা মূলক কার্যক্রম ও অনন্য প্রতিভা দর্শনে তাঁর শিক্ষক মহল অভিভূত হয়ে পড়েন।

অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত কিশোর ইবনে তাইমিয়াহকে এক নযর দেখতে ভিড় জমাতেন। অনুরূপ একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একবার তৎকালীন প্রসিদ্ধ বিদ্যানগরী 'হালব'-এর পণ্ডিত মহল তাঁকে দেখতে যেতে সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর শায়খ হালবী সংকল্প অনুযায়ী দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। গন্তব্য স্থানের সন্নিকটস্থ এক বস্ত্র শিল্পীর কাছে এই মর্মে জিজ্ঞেস করেন যে, 'আমি শুনেছি এই শহরে নাকি একটি ছেলে আছে, যাকে আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ বলা হয়। সে নাকি অতি দ্রুত হিফ্‌য করতে সক্ষম। আমি তাকে দেখতে এসেছি। বস্ত্র শিল্পী বললেন, এটিই তার পাঠশালায় গমনের পথ। এখনো তিনি আসেননি। আমাদের নিকট বসুন! এখনই তার আগমনের সময়। তিনি আমাদের হয়েই পাঠশালায় গমন করবেন'। শায়খ হালবী কিছু সময় বসে থাকলেন। ইতিমধ্যেই ছেলেরা পথ অতিক্রম করে চলল। তখন বস্ত্রশিল্পী শায়খ হালবীর উদ্দেশ্যে বললেন, ঐ ছেলেটিই ইবনে তাইমিয়াহ যার সাথে এক খণ্ড বড় কাষ্ঠ নির্মিত স্লেট রয়েছে।

শায়খ তাকে ডাকলেন। ইবনু তাইমিয়াহ তাঁর নিকটে আসলেন। অতঃপর শায়খ ঐ স্লেট এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে বৎস! স্লেট এর লেখা মুছে ফেল! আমি তোমার জন্য কিছু লিখে দেই। আদেশ মাত্র তাই হ'ল। শায়খ ১১টি অথবা ১৩টি হাদীছের মূল মতন লিখে দিলেন এবং বললেন, এটি পাঠ কর। কিশোর ইবনে তায়মিয়া একবার নযর বুলালেন এবং শায়খকে বললেন, 'এই নিন স্লেট এবং আমার থেকে তা শুনুন! অতঃপর তাঁকে এমন সুন্দর ভাবে শুনালেন, যেন ইতিপূর্বে কোন কর্ণ এরূপ শুনেনি।

শায়খ হালবী আবারও তাকে বললেন, হে বৎস! এটিও মুছে ফেল! ইবনে তাইমিয়াহ পূর্ববৎ মুছে ফেললেন। শায়খ তখন কিছু সনদ লিখে দিলেন এবং তাকে পড়তে বললেন। ইবনে তায়মিয়া প্রথম বারের ন্যায় একবার নযর বুলিয়ে হুবহু মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন। তখন শায়খ হালবী আশ্চর্য হয়ে বললেন, যদি এই ছেলেটি বেঁচে থাকে, তবে একদিন অবশ্যই সে মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে'।

পণ্ডিত মহলের মন্তব্যঃ

আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) অল্প বয়সে তৎকালীন পণ্ডিত মহলে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে বিভূষিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য ও লেখনীতে বিমুগ্ধ হয়ে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা ওলামা ও মাশায়েখ তাঁর শানে অনেক কথামালা উপহার দিয়েছেন। তাঁর জীবনীকার আল্লামা শায়খ মারায়ী আল-কারামী 'আল-কাওয়াকিবুদ্দুরারী' গ্রন্থে বলেন যে, 'ইসলামের অধিকাংশ মহামনীষী তাঁর প্রশংসায় সোনালী রৌশনী ঢেলেছেন'। আমরা তন্মধ্য হ'তে দু'একটির উল্লেখ করব মাত্র।-

হাফেয মাযী বলেন, 'আমি তাঁর (ইবনে তায়মিয়ার) মত কাউকে দেখিনি। এমনকি তাঁর অনুরূপ কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞানে অধিক জ্ঞানী ও এতদুভয়ের যথার্থ অনুসারী রূপে কোন ব্যক্তি আমার নযরে পড়েনি'।

ক্বাযী আবুল ফাৎহ বলেন, 'আমি যখনই ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্‌র সাথে কোন অধিবেশনে বসেছি, তখনই আমি লক্ষ্য করেছি যে, সমস্ত বিদ্যাসম্ভার তাঁর আঁখিযুগলে উপচে পড়ছে। আর তিনি যা ইচ্ছা গ্রহণ করছেন এবং যা ইচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছেন। এ অবস্থা দর্শনে আমি তাঁকে বললাম, আমি ধারণা করি না যে, আপনার মত ব্যক্তিত্ব আর সৃষ্টি হবে'।

তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসুত মনে ক্বাযী ইবনুল হারীরী (রহঃ) বলেছিলেন, যদি 'শায়খুল ইসলাম' উপাধিতে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) ভূষিত না হন, তাহ'লে আর কোন্ ব্যক্তি হবেন? এ প্রসঙ্গে হাফেয যামকালানীর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, গ্রন্থ প্রণয়নে আল্লাহ ইমাম ইবনে তাইমিয়াহকে চমৎকার ও দক্ষ হস্ত প্রদান করেছিলেন। অধ্যায়ের শ্রেণী বিন্যাস, উন্নত শব্দ যোজনায় ও বাক্য গঠনে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ইলমের যে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি যে উত্তর প্রদান করতেন, তাতে দর্শক- শ্রোতাকে এমনভাবে হতচকিত করত যে, মনে হ'ত এ বিষয়ে অন্য কেউ কিছুই জানে না'।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ 'আল-কাউলুল জালী' -এর প্রসিদ্ধ প্রণেতা এমাদুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আল-ওয়াসেত্বী বলেন, শারঈ ইলম, যুক্তিবিদ্যা ও সৃজনী শক্তিতে তিনি এমন ভাবে

মণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁর বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন ও কীর্তিগাথা রচনা সাধ্যাতীত হয়ে পড়েছিল। শুধু সে যুগে নয়, যুগ পরম্পরায় তাঁর দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রতিহিংসা পরায়ণদের রোষানলেঃ

অল্প কালেই তাঁর প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তাঁর কর্তব্য পালনে ব্যাপৃত হ'লেন। তৎকালীন নব্য জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে কথা ও কলমের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যাবতীয় রস্‌ম-রেওয়াজ ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। শুরু হ'ল বিদ'আতীদের বিরূপ মন্তব্য। সরকারের পদলেহী স্বার্থান্ধরা তাঁর বিরুদ্ধে আদা-জল খেয়ে লাগল। তাঁকে কাফির ফৎওয়া দিতেও কুণ্ঠিত হ'ল না। শুধু তাই নয়; মিথ্যা যুক্তির বাণ ছুঁড়ে ক্ষমতাসীনদের কান ভারী করতে লাগল। ফলে মুসলিম বিশ্বের এই অমূল্য রত্নকে অবশেষে কারাবরণ করতে হ'ল। কখনও কায়রোতে কখনও ইস্কান্দারীয়াতে নির্জন কারার দহন জ্বালা সহ্য করতে হ'ল।

কলমী জিহাদে তাঁর উজ্জ্বল স্বাক্ষরঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ছিলেন সত্যের পথে অবিচল। মাযহাবী সংকীর্ণতা ও দলীয় গোঁড়ামীর উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থ হাছিলের মোহ ছিলনা তাঁর। ফলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তিনি যাবতীয় ফৎওয়া দিতেন। সে জন্য স্বার্থান্বেষী মহল তা আদৌ মেনে নিতে রাযী হ'ল না। সে কারণেই তাঁর প্রতি তাদের বিষ দৃষ্টি নিপতিত হ'ল। অপবাদ ও কুৎসা রটিয়ে পুরো সমাজ বিষিয়ে তুলল। ফলে বারংবার জেল-যুলমের শিকার হ'লেন তিনি। জারী হ'ল তাঁর ফৎওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু তাঁর কলম থেমে যায়নি। যাবতীয় নিন্দাবাদ উপেক্ষা করে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল ও অটল থাকলেন সত্য প্রচারে। বানাওয়াট ও জাল দলীল খণ্ডন করে চললেন নির্বিঘ্নে। যতবার কারাগারে বন্দী হ'লেন ততবারই শংকাহীন ভাবে বন্দীদশাকে স্বাগত জানালেন। বন্দী জীবনকে তিনি সুবর্ণ সুযোগ মনে করতেন। এই সুযোগে তিনি কলমী জিহাদ চালিয়ে যেতেন মনের আনন্দে। কয়েদখানা থেকেও তাঁর 'হক' -এর দাওয়াত অব্যাহত থাকল। এ অবস্থা দেখে কুচক্রীমহল ভীষণ ক্রোধ হ'ল। কেড়ে নিল কাগজ, কলম ও লেখার যাবতীয় উপকরণ। তবুও থেমে যাননি আপোষহীন এই মহান ব্যক্তিত্ব। কয়লার সাহায্যে লিখনী চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সারাটি জীবন শুধু জ্ঞান তপস্যায় কাটাননি। শিক্ষার সাথে বাস্তবতার সাদৃশ্য বিধানে তিনি ছিলেন বদ্ধ পরিকর। বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে তিনি শানিয়ে তুলতেন মুজাহিদদের ঈমানী জোশ। জ্ঞান, তপস্যা ও লেখনীর সাথে সাথে যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গণেও তাঁর সম পদচারণা ছিল।

আমরা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাঁর জীবনের সকল দিকে বিচরণ করতে সচেষ্ট হইনি। কেননা আমাদের লক্ষ্য ছিল জ্ঞান সাধনা ও কলমী জিহাদে এই মহা মনীষীর অবদানের কিঞ্চিৎ মূল্যায়ন। যাতে তরুণ ছাত্র সমাজ জ্ঞান সাধনায় উৎসাহিত হন এবং বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহরা-এর ন্যায় আপোষহীন ভূমিকা পালনের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

বর্তমান যুগদর্পণে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহঃ

এই মহাপণ্ডিতের জন্ম ও দ্বীনি খিদমতের সেই সন্ধিক্ষণ এবং বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অবস্থা প্রায় সাদৃশ্যশীল। কেননা, বর্তমানেও সমাজপতি, ক্ষমতাশীল শক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহলের তৃমুখী হামলায় ছহীহ দ্বীনের দাওয়াত অনেকটা বাঁধাগ্রস্থ। বলা যায় তৎকালীন যুগ ও বর্তমান যুগ বাস্তবতার দর্পণে একইরূপ।

কাজেই তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজকে আত্মসচেতন হ'তে হবে এবং যুগদর্পণে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) -এর প্রতিভা ও কর্মধারা অবলোকন করে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে যথার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে। অসি যুদ্ধের চেয়ে মসী যুদ্ধ স্থায়ী ক্রিয়াশীল। এই সত্যের শিক্ষা নিতে হবে মহামতি ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) জীবনাদর্শ থেকে। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই; অথচ তাঁর কলমী জিহাদের জোয়ার বইয়ে চলছে যথারীতি। রুদ্ধ হবে না এর গতি। অবিরাম ভাবে প্রবাহিত হ'তে থাকবে যুগ পরম্পরায়।

অবশেষে নিয়তির ডাকে সাড়া দিতে হ'ল এই মহামনীষীকে। অন্তিম কালেও দু'বৎসর তিন মাস গৃহবন্দী থেকে প্রিয়তমের সান্নিধ্যে পাড়ি জমালেন। জনতার ঢল নামল তাঁর জানাযায়। দামেস্কের অলি-গলি জনফুয়ারায় ভেসে গেল। বাজারের সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল জনতার ভিড়ে।

কথায় বলে, কোন নে'মত বিলুপ্তির পর এর মূল্য বাড়ে। ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বেলায় তাই হ'ল। প্রতিহিংসা পরায়ণগণও মর্ম বেদনায় মূর্ছা গেলেন। আমীর-উমারা, ওলামা-ফুক্বাহা সকলেই শামিল হ'লেন তাঁর জানাযায়। তিনি আজ কবর দেশে চিরনিদ্রায়। অথচ তাঁর রেখে যাওয়া বিদ্যা আজও আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। অসংখ্য জ্ঞান পিপাসুদেরকে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে 'দ্বীনে হক' -এর পথ দেখিয়ে দিচ্ছে।

পরিশেষে বলব, হে কল্যাণকামী যুব কাফেলা! অস্ত্র ও জনবলের রসরমা কয় দিন? মিছে মাতম ছেড়ে সাধনায় সিদ্ধি অর্জন কর! ছেড়ে দাও সমাজের রস্‌ম ও রেওয়াজ। দলীয় গোঁড়ামী ও ব্যক্তি যেদ্ পরিহার কর। নির্ভেজাল দ্বীনের নির্মল হীরক খণ্ড জ্ঞান সাধনা ও দাওয়াতী মশালের উজ্জ্বল দীপ্তি দিয়ে শানিয়ে তুল। ইবনে তাইমিয়াহ মত বাতিলের শত জ্বালা হাসিমুখে বরণ করে নাও। দেখবে তোমার কাগজ দর্পণে সফলতার সোনালী ভূবনে সবুজের সমারোহ। বহমান কাল গেয়ে যাবে তোমার স্মৃতির শ্লোকগাঁথা। ইবনে তাইমিয়ার মত মরেও হবে তুমি চির অমর।

[তথ্য নির্দেশঃ মাহমূদ মেহদী আল-ইস্তাম্বুলী, ইবনে তাইমিয়াহঃ বাত্বালুল ইসলাহিদ্দীনী; মুহাম্মাদ শায়বানী, আওরাকুল মাজমূ'আহ; ডঃ ছালাহুদ্দীন আল-মুনাজ্জাদ, ইবনে তাইমিয়াহ; ইবনে নাসিরুদ্দীন আদ-দিমাস্কী, আর-রাদ্দুল ওয়াফির।]